০২-০৮-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর বিশ্ব-রাজ্যাধিকার স্মরণেই তোমাদের সর্ব শক্তির উপার্জন তৎসহ সুস্বাস্থ্যেরও , ফলে তোমরা অমরত্ব লাভ করো ।"

প্রশ্নঃ -হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর সহজ উপায় কি ?

উত্তরঃ -যেখানেই থাকো ট্রাস্টি হয়ে থাকো । প্রতিনিয়ত মনে করো আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খাবার রসদ পাই । শিববাবার ভাণ্ডারের ভোজন প্রাপ্তিতে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায় । প্রবৃত্তি মার্গে থেকেও যদি শ্রীমত্ যেমন নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্টি হয়ে থাকে তবে সেও শিববাবার ভাণ্ডারী হয় , মন থেকে সমর্পিত ।

ওম্ শান্তি । জন্ম-জন্মান্তর ধরে বাচ্চারা অর্ধকল্প সত্সঙ্গ করেছে , সাধু-সন্ত , পণ্ডিত ইত্যাদি সব মানুষের সত্সঙ্গ হয় , এখানে জ্ঞান মার্গে কোনও মানুষের সত্সঙ্গ হয়না । একে বলা হয় রুহানি সত্সঙ্গ । সুপ্রীম রুহ্ , রুহ্-দের সাথে রুহ্-রিহান করেন অর্থাত্ পরমাত্মা আত্মাদের সাথে বার্তালাপ করেন বা বলা যায় সত্সঙ্গ করেন । এখানে তোমরা না কোনও মানুষের থেকে শুনছ , না কোনও দেবতাদের থেকে শুনছ । তোমরা শুনছ স্বয়ং ভগবানের থেকে । ভগবান চিরকাল নিরাকার , তিনি অবতীর্ণ হন সেই সময় , যখন বাচ্চাদের ভগবান-ভগবতী করে গড়ে তোলার পাঠ পড়াতে হয় । ভগবান (শিববাবা) ব্যতীত ভগবান আর ভগবতীর পদাধিকার কেউ দিতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে এসে নিরাকার ভগবান আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন । এই বিষয়ের সবকিছু কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পার , দ্বিতীয় কারও পক্ষে বোঝা মুশকিল । নিশ্চিতরূপে শিববাবার অবতরণ হয় , কিন্তু তবুও তাঁর পরিবর্তে কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে উল্লেখ করা হয় । সেইকারনে , সবার বুদ্ধিতে ঈশ্বর বলতে মানব-দেহের ভাবনাই জাগরিত হয় । তোমরা দৈবগুণসম্পন্ন ছিলে , আর এখন আসুরিক গুণের ছত্রচ্ছায়ায় রয়েছ । আবার তোমরা চেষ্টা করছ নিজেদের দৈবীগুণসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে । যাঁরা দৈবী গুণের তাঁরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের আর যারা আসুরিক গুণের তারা আসুরিক সম্প্রদায়ের বলে গণ্য করা হয় । এখন নিরাকার বাবা নিরাকার সম্প্রদায় অর্থাত্ আত্মাদের পড়ান , এইজন্য বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় অথবা রুহানি সম্প্রদায় , যাদের রুহানি বাবা এসে পড়ান । আর এই সময় থেকে শুরু হয় তোমাদের রুহ্ -অভিমানী হয়ে ওঠার পালা । বুঝতে পারছ আমরা হলাম আত্মা আর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন এবং বলছেন , " আমাকে স্মরণ করো বাচ্চারা , তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে ।" রুহ্-দেরই পড়ান কেননা তিনি জ্ঞানপূর্ণ আর- যে ঋষি-মুনিরা , তাঁরা হয়না-হতে পারেনা বলে নিজেদের মত পোষণ করে গেছেন অর্থাত্ আমরা এসব রুহ্ সম্পর্কে জানিনা । তারা জ্ঞানসাগরের কাছে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের কিভাবে জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হবে ! এই জ্ঞান যথার্থভাবে বুঝতে হবে । আমাদের কোনও মানুষ পড়ায় না পড়ান আমাদের বাবা । তিনি হলেন বেহদের বাবা , নিরাকার । এও

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে , সাকার আর নিরাকার এই দুই বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের সাথে সম্বন্ধিত । এক বাবা রুহানি আর এক বাবা দেহ-সম্বন্ধীয় । রুহানি বাবা এসে রুহ্-দের পবিত্র করে গড়ে তোলেন । তোমরা বুঝতে পারছ আমরা পবিত্র ছিলাম , পতিত হয়েছি এবং জেনেছ পতিত থেকে আবারও কিভাবে পবিত্র হওয়া যায় তার উপায় । চিত্রও সামনে আছে , বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন , বারংবার চক্রের সামনে বসে সারা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নাও, আমরা সঙ্গমযুগের দোরগোড়ায় বসে আছি । অন্যান্য সকলে নিজেকে কলিযুগীয় মনে করে । কলিযুগ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ...তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছ , প্রকাশমান সময়ে ...সত্যযুগে তোমাদের আর এই জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রয়োজন হবেনা । বাবা যখন আসেন তখনই জগত্ আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে । এই সঙ্গমযুগ হ'লো কল্যাণকারী যুগ। এই যুগের মতো শ্রেষ্ঠ আর কোনও কিছু হয়না কেননা বাবা স্বয়ং এই সময়ে ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করেন । সত্যযুগকে কল্যাণকারী বলা যায়না ; কারন , সেখানে আলাদা করে কারও কল্যাণের দরকার হয়না । কল্যাণ হয় সঙ্গমে । আর সত্যযুগ ! সেতো সর্বদাই কল্যাণময় । কলিযুগকে সত্যযুগ আর কল্যাণকারী রূপে গড়ার জন্য সঙ্গমযুগের এত মাহাত্ম্য । তবে বুঝতে পারছ তো তোমাদের এই সময় কত কল্যাণ হয় , কেবল আর কেবলমাত্র বাবা এবং তাঁর প্রদেয় বিশ্ব-রাজত্বের স্বত্বাধিকার স্মরণ করায় , তোমাদের ২১ জন্মের প্রারব্ধ-এর উপার্জন নিশ্চিত । প্রারব্ধ আর সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকার এবং তোমাদের অমরত্ব লাভ , এত কিছুর প্রাপ্তি । তোমাদের অকাল মৃত্যু থেকে মুক্তি । তবে ! বাচ্চারা তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত্ ; কেননা তোমাদের বুদ্ধিরূপী কলস এই পবিত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ । বাচ্চারা , তোমরা এখানে আসছ , সুতরাং পুরুষার্থ করে মিউজিয়ামে রাখা চিত্রের ব্যখ্যা করার উপযুক্ত হতে হবে তোমাদের । নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে সাত -আট দিন নিয়মিতভাবে সংগঠনে এসে শিখতে হবে কিভাবে চিত্রের ব্যখ্যা করতে হয় । প্রাকটিস অর্থাত্ অন্যকে বোঝানোর অভ্যাস রপ্ত হলেই চারিদিকে সেবাকাজে বাচ্চারা ছুটে বেড়ায় । সেবা করে আবার ফিরে আসে । এইসব শেখা তো খুবই সহজ । চিত্রকে সামনে দেখলে তোমরা অতি সহজেই বুঝতে পারো আমরা সঙ্গমযুগের দুয়ারে বসে আছি । আজকের দুনিয়ায় অত্যাধিক মানুষের ভিড় , কিছুকাল পরে আবার অত্যাধিক সংখ্যা অল্পসংখ্যক-এ নেমে আসবে । এত যে সবাই আছে তাদের সকলকে ঘরে , মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে । বাবা স্বয়ং এখন এখানে এসেছেন , তিনি বাচ্চাদের কত কদর করেন , সেই দূর দেশের অধিবাসী , বাবা এসেছেন পরদেশে . . . রাবণের দেশে , এতো পরদেশই হ'লো । রামের দেশে রাবণ তো কখনও যেতে পারেনা । এই বিষয়ে একটা কাহিনী অথবা কথাও শোনানো হয় , যে কথাই শোনানো হোক তার সবই কাহিনী মাত্র । না কাহিনীর কোনও সত্যতা আছে , আর না আছে নভেলের । নভেল ইত্যাদি কত যে বিক্রি হয় ! শুধু এই নভেল বিক্রি করেই লাখপতি হয়ে যায় । তোমাদের লালন -পালন এখন বাবার হাতে । তোমার থেকে ভোজন করি অর্থাত্ তোমারই ভাণ্ডার থেকে ভোজন করি বাবা ...তোমাদের সকলরকম প্রতিপালন এখানেই হয় । যে সমর্পিত হয় তার লালন তো অবশ্যই হয় , কিন্তু যে মন থেকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করবে এই সবকিছু ঈশ্বরের (বাবার) , আমি সেবায়েত , আমি বাবার শ্রীমত্ পথ অনুসারেই ব্যয় ইত্যাদি করব । আর এইভাবে ভাবতে পারলে সেও শিববাবার ভাণ্ডারেরই ভোজন করে । শিববাবার ভাণ্ডারের রসদ প্রাপ্তিতে হৃদয় শুদ্ধ হয় । এরকম নয় যে , যারা শ্রীমত্ পথে নেই তারা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে ভোজনের রসদ পায়না । বাবার নির্দেশিত পথের বাচ্চারা যেমন বাবার ভাণ্ডার থেকে ভোজন করে তেমনইভাবে এরাও বাবা-ভাণ্ডারির থেকেই ভোজন করে । যে ভাণ্ডার থেকে ভোজনাদি করছ সেই ভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে এবং কালকন্টক দূর হয় ...আর তারপরে কখনও তোমাদের অকাল মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়না । এই সময় শিববাবা আসেন , তাঁর মহিমারও গায়ন আছে । শিব

জয়ন্তী উদযাপন করে কিন্তু তাঁর ভান্ডার কেমন হয় তা ' কেউ জানেনা । চিরকাল বাবা নিয়মমতো আসছেন । বাচ্চারাও , যারা আসে তারা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই ভোজন পায় । আচ্ছা ! যদি পুরুষ সমর্পিত হ'ল তো সব দিক ঠিক আছে , কিন্তু যদি নিজেকে সমর্পণ না করে তবে মাতারা কি করবে ? অর্থোপার্জনের দায়িত্ব পালন তো স্বামী করে , সে-তো সমর্পিত হয় না । তার উপার্জনে স্ত্রী খায় । তবে যুগলে সমর্পিত হলে শিববাবার ভাণ্ডার থেকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা হতে পারে । এই সকল কিছু বাবা বাচ্চাদের যথার্থভাবে বুঝিয়ে দেন । বুদ্ধিকে সচল রাখতে হয় এই ভাবনায় - কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছনো পর্য্যন্ত আমরা বাবার কাছে বসে আছি । দিন -দিন আমরা নিজেদের স্বরাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি । সময় বয়ে যাচ্ছে । তোমরা কাছাকাছি চলে এসেছ । সত্যযুগের পূর্ব বছরকালের হিসেব এখন কত সময়ের বলা যাবে ? এখন কত কাছে এসেছ ? বাবা বলছেন - "বাচ্চারা এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে । " তোমরা এখন ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনেছ -বুঝেছ । চক্রকে দেখতেই বুঝতে পেরে যাবে আমরা বর্তমানে সঙ্গমে আছি । এপারে কলিযুগ, আর ওপারে সত্যযুগ । কাল অর্থাত্ আগামী সময়ে আমরা সুখধামে বিরাজ করব । পুরনো এই দুনিয়ার কারও জানা নেই তারা ঘোর অন্ধকারময় জগতে চলমান । তোমাদের-বাচ্চাদের খুব খুশি থাকতে হবে । বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের অপার সুখ-শান্তির খাজানা লাভ করি । সদাই সুখের প্রাপ্তি - এই খুশিতে মন মেতে থাকে । স্বর্গবাসী হওয়া , সেতো তোমাদের ভাগ্যেই আছে । স্বর্গ চমত্কার এক স্থান । যেমন সপ্ত আশ্চর্য বিদ্যমান , তার তুলনায় স্বর্গ হ'লো তার থেকেও বড় আশ্চর্যজনক । অতীব সুন্দর স্বর্গের চিত্রও আছে । আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন , এইজন্য বাবা লিখেছিলেন - উপরে সূর্য্যবংশীয় আর নিচেই চন্দ্রবংশীয়দের সময়কাল লিখে দিলে অর্ধকল্পের হিসেব সম্পূর্ণ হয় ; সূর্য্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় সময়কাল ১২৫০ বছর করে হিসেব হয়া সেক্ষেত্রে লাখো বছরের হিসেব তো ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনা । ওখানে বাহুবলের জন্য কত ব্যয় হয় কিন্তু এখানে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোনও খরচ নেই । এখানে বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক , খরচের তো কোন ব্যাপারই নেই । বাচ্চারা এখানে এলে তাদের রিফ্রেশ হওয়ার জন্য ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরী হয়েছে । বাচ্চাদের অর্থেই হয়েছে , অনেকদিন ধরে এইভাবেই চলে আসছে , অবশিষ্ট দিন আর অল্প আছে , খরচ কিছুই নেই । কোনও অর্থ খরচ না করে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো । এতে শুধুই পরিশ্রম যেটুকু করতে হয় । ভগবানকে সব ভক্তই স্মরণ করে কিন্তু জানেনা ভগবান কে ! ভগবানকে সঠিকভাবে না জানার কারণে বহুর মধ্যে ভগবানকে খোঁজে । তোমাদের বাচ্চাদের এখন সত্য বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন বড় বড় চিত্র শহরে বা শহরাঞ্চলের মুখ্য স্থানগুলোতে লাগাতে , যেমন বিমানঘাঁটিতে (aerodrome) লাগানো যেতে পারে, সেখানের ভারপ্রাপ্ত লোকেরা বিনিময়ে কিছু দিতে বললে বোঝাতে হবে মানুষের কল্যাণ হেতু অনুরূপ হচ্ছে । এঁরা বুঝতে পারলেই মানুষ বাবার থেকে স্বত্বাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হ'তে পারে । মুখ্য হ'লো দিল্লী , রাজধানী , সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন একত্রিত হয় । সেখানে বড় বড় সাইনবোর্ডে চিত্র লাগাতে হবে । চিত্রের মধ্যে মুখ্য থাকবে ত্রিমূর্তি , চক্র আর ঝাড়ের চিত্র । আর সিঁড়ির চিত্র তো চমত্কার , এতে বিনাশ ইত্যাদিও যথার্থভাবে লেখা হয়েছে । বিচার করতে বলা হচ্ছে পতিত-পাবন , পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গার জল ! ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরা প্রশ্ন করে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী বা এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা , কোনটা ঠিক ? বাবার থেকে বাচ্চারা রাজ্য অধিকার পায় । মুখ্য হলো এই চিত্র । ত্রিমূর্তির চিত্রও মহা মূল্যবান । ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয় , আবার তিনি পালনও করেন । বাচ্চাদের অপার খুশি অনুভূত হওয়া উচিত্ - বেহদের বাবা আমাদের পড়ান , স্বর্গের মালিকরূপে গড়ে তুলতে । বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের

বিনাশ করান । এই বিনাশের জন্যই মহাভারতের লড়াই শুরু হয় । প্রত্যেক পাঁচ হাজার বছর বাদে এই চক্র ঘুরে আসে । বাবাও প্রত্যেক কল্পের অন্তিমে সঙ্গমযুগে আসেন । গীতায় আবার বলা হয়েছে যুগে যুগে আসেন তাহলেও তা' সঙ্গমযুগ মিলিয়ে পাঁচ যুগ হয় অর্থাত্ পাঁচবার এসেছেন । তবে আবার ২৪ অবতার , অমুক অবতার এসব লেখার তো কোনও অর্থ হয়না ! মানুষ কত যজ্ঞ , তপ , তীর্থ ইত্যাদি করে , ভাবে এই সবই ভগবানকে পাওয়ার পথ । কিন্তু ভগবানের কাছে তো কেউ যেতে পারেনা । অর্ধকল্প ধরে মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠোকে । জন্ম -জন্মান্তরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে , এরকম কত কিছু করেছে ...কিন্তু বাবাকে পায়নি । বাবা এখন তোমাদের কত কাছে আছেন । তোমাদের সাথে কথা বলছেন , তোমাদের বোঝাচ্ছেন । তোমরা বুঝতে পেরেছ কল্পে- কল্পে হুবহু এইভাবে বাবার সাথে মিলিত হই এবং যা কিছু ঘটেছে কল্পে -কল্পে সেইসব একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে । তিনি , দাদা আবার জহুরি হবেন , বাবা আবারও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করবেন , আবার সেই বাচ্চারাই এসে বাবার হবে এবং বাবার থেকে স্বর্গের রাজ্য অধিকার নেবে । পরমপিতার সাথে তোমাদের বাচ্চাদের অনাদি -অবিনাশী পার্ট কল্পে কল্পে রিপিট হয়ে চলেছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এখন কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ , এই সময় সব কিছুতেই কল্যাণ , উপর্যুপরি (একটার পর একটা) উপার্জন । বাবা আর রাজ্য অধিকার স্মরণ করে ২১ জন্মের জন্য জীবনকে অমর করে তুলতে হবে।

২) প্রবৃত্তিগত জীবনে থেকেও মন-বুদ্ধির দ্বারা সমর্পিত হতে হবে । শ্রীমত্ অনুসরণ করেই ব্যয় করতে হবে , ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । শিববাবার ভাণ্ডার ভরপুর কালকন্টক দূর ....।

বরদান :- ভাঙা , গড়া এবং জোড়া - এই তিন শব্দের স্মৃতি দ্বারা সদা বিজয়ী ভব

সম্পূর্ণ পড়া আর শিক্ষার সার এই তিন শব্দ :- ১) - কর্মবন্ধন ছিন্ন করতে হবে । ২) - নিজের স্বভাব -সংস্কারকে নতুনভাবে গড়তে হবে এবং ৩) - এক এবং একমাত্র বাবার সাথে সব সম্বন্ধ জুড়তে হবে - এই তিন শব্দের অনুসরণকারী সম্পূর্ণ বিজয়ী হবে । সেইজন্য সর্বদা এই স্মৃতি থাকুক এই চর্মচক্ষে বিনাশী বস্তু বা ঘটনা যাই দেখা যাক তার সবই স্থিরীকৃত । সেই সকল বিনাশ দেখেও নিজের নতুন সম্বন্ধ , নতুন সৃষ্টিকে দেখ তবে কখনও পরাজিত হবে না ।

স্লোগান :- যোগীর পরিচায়ক - সদা ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ।